পালংশাঁক চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসল : পালংশাঁক

জাতের নাম : বারি পালিংশাক-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৫-৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : খেতে সুস্বাদু।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা আকারে বড়, বোঁটা ছোট, পাতা আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ বর্ণের, পাতা নরম এবং খেতে সুস্বাদু।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০ - ১৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পালংশাঁক

জাতের নাম : সাথী

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৪৫-৫৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : খেতে সুস্বাদু।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দ্রুত বর্ধনশীল, সবুজ বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০ - ১৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

সারা বছর

ফসল তোলার সময় :

বীজ বোনার২০-২৫ দিনের মধ্যে

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড এর ক্যাটালগ

ফসল : পালংশাঁক

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম পালং শাকে প্রোটিন আছে ৩.৩ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট আছে ৪ গ্রাম, আঁশ আছে ০.৬ গ্রাম, আয়রন ১০ মি. গ্রাম, জলীয় অংশ ৯০.৮ গ্রাম, ১.৮ গ্রাম খনিজ, ৩০ কিলোক্যালোরি খাদ্যশক্তি, চর্বি ০.১ গ্রাম, ৯৮ মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ৯৭ মিগ্রা ভিটামিন-সি, ৮৪৭০ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিন।

তথ্যের উৎস :

ফসল : পালংশাঁক

বর্ণনা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন :

দুটি জাতের মধ্যে ২০০ মি. দূরত্ব বজায় রাখুন। বীজ উৎপাদনের জন্য লাইন থেকে লাইন ১৫ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-৯ ইঞ্চি। রোগ-পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পালংশাঁক

চাষপদ্ধতি :

পালং শাক চাষ করার আগে চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে তৈরি করে নিতে হবে। ৪ ইঞ্চি দূরে দূরে বীজ বপন করতে হয়। তবে ছিটিয়েও বীজ বপন করা যায়। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি রাখতে হবে। একটি কাঠির সাহায্যে ১.৫-২.০ সে.মি. গভীর লাইন টেনে সারিতে বীজ বপন করে মাটি সমান করে দিতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি মাদায় ২-৩ টি করে বীজ বপন করতে হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

শাক সবজি চাষ,মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : পালংশাঁক

মৃত্তিকা :

পানি জমে থাকে না এমন দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার
কম্পোস্ট	৪০ কেজি
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৩০০ গ্রাম

ইউরিয়া ছাড়া বাকি সব সার শেষ চাষের সময় সমানভাবে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিন। ইউরিয়া ৩ কিস্তিতে দিতে হবে। বীজ বোনার ১৫ দিন পর প্রথম কিস্তির ইউরিয়া ৩০০ গ্রাম, বীজ বপনের ২৫ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তির ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং বীজ বপনের ৩৫ দিন পর তৃতীয় কিস্তির অবশিষ্ট ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুন।

অনলাইন সার সুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ,মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : পালংশাঁক

সেচ ব্যবস্থাপনা :

শুষ্ক মৌসুমে এক সপ্তাহ পর পর সেচ দিতে হবে। নতুবা শাক খসখসে হয়ে যাবে। জমিতে পানি যেন জমে না থাকে সেজন্য নালা তৈরি রাখতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

শুষ্ক মৌসুমে এক সপ্তাহ পর পর সেচ দিতে হবে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন। কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে। কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে। কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে। মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উঠে আসবেনা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : পালংশাঁক

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

ফসল : পালংশাঁক

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : পালংশাঁক

বাংলা মাসের নাম : পৌষ

ইংরেজি মাসের নাম : জানুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : ঘনকুয়াশা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

 ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দিলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) ২০ গ্রাম ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে গাছে স্প্রে করুন।

প্রস্তুতি : আবহাওয়ার কারণে ছত্রাক আক্রমণ হতে পারে তাই নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি, কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, ২০১৩।

ফসল : পালংশাঁক

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : বৃষ্টি ও জলাদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

প্রস্তুতি : পানি বের করে দিতে নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি, কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ ডঃ আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, ২০১৩।

ফসল : পালংশাঁক

পোকার নাম : পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা ৫-৬ মিলিমিটার লম্বা বাদামি রঙের।। কীড়ার মাথা বাদামি এবং দেহ হলুদাভ থেকে হালকা সবুজ রঙের

ক্ষতির ধরণ : খুদে কীড়া পাতার দুইপাশের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। তাই পাতার উপর আঁকা বাঁকা রেখার মত দাগ পড়ে এবং পাতা শুকিয়ে ঝড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।

অন্যান্য :

পাতায় ডিম দেখলে তা তুলে ধ্বংস করুন। পোকা সমেত পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে মারুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : পালংশাঁক

পোকার নাম : ফ্লি বিটল পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : প্রায় ১.৬ (০.০৬ ইঞ্চি) মিলিমিটার লম্বা ডিম্বাকার চকচকে নীলচে সবুজ বা ঝিকিমিকি কালো রঙের শক্ত পাখাযুক্ত পোকা। । পুর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতা লম্বালম্বি ভাবে কুঁড়ে খায়।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়ই ক্ষতি করে। পূর্ণ বয়স্করা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে। এরা পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে খায়। আক্রান্ত পাতায় অসংখ্য ছিদ্র হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিন। আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।

অন্যান্য :

১ কেজি মেহগনি বীজ কুঁচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গ্যড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করুন ।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : পালংশাঁক

রোগের নাম : পাতার দাগ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : এক ধরনের ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতায় বৈশিষ্টপূর্ণ দাগ দেখা যায়। দাগের কেন্দ্র বাদামি বা সাদাটে এবং কিনারা কালচে ও হলুদ হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বোনার আগে বীজ শোধন করুন। সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পালংশাঁক

রোগের নাম : পালংশাকের গোড়া পচা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ছত্রাকের আক্রমণে পালংকশাকের চারার গোড়া পঁচে যায়। চারা গজানোর পর মাটির কাছের অংশে কান্ডে বাদামি রঙের পানি ভেজা দাগ পড়ে। চারা মরে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড়

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। নিবিড় পর্যবেক্ষণ জরুরী। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন, সুষম সার ব্যবহার করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পালংশাঁক

ফসল তোলা : বীজ বোনার ৬০-৯০ দিন পর থেকে শাক তোলা শুরু করা যায়।

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ,মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : পালংশাঁক

বীজ উৎপাদন :

বীজ উৎপাদন ফসল উৎপাদনের মতো। তবে গাছ বাড়ার প্রথম দিক থেকে জাতের বিশুদ্ধতা, গাছের আকার-আকৃতি, রং, বালাই আক্রমণ মুক্ততা প্রভৃতি দেখে ভালভাবে গাছ বাছাই করুন। রোগ-পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে ৮% আর্দ্রতায় এনে প্লাস্টিক/টিনের কৌটা/ ড্রাম, পলিব্যাগ প্রভৃতি বায়ুরোধী পাত্রে বীজ পূর্ণ করে বায়ুরোধী মুখ আঁটকে সংরক্ষণ করুন। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখ ভালভাবে না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে।বীজ পাত্র চিহ্ন/লেবেল দিয়ে ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮।

শাক সবজি চাষ,মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : পালংশাঁক

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : পালংশাঁক

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : মই

ফসল : পালংশাঁক

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

ফসল : পালংশাঁক

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান,ট্রলি, পিকাপ ট্রাক,লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যান,কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং/ বাছায়ের পরে প্যাকেটজাত করে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর, ২০১৭।